উন্নত পদ্ধতিতে মুরগী প্রতিপালন

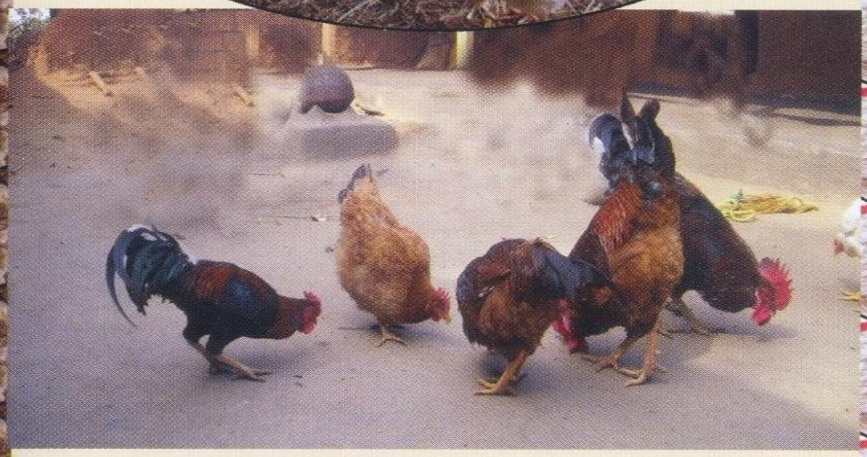

প্রকাশনায়

সেবা ভারতী কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র

কাপগাড়ী, পশ্চিম মেদিনীপুর

পিন- ৭২১৫০৫, পশ্চিমবঙ্গ

দূরভাষ- ০৩২২১-২৬৭২৬৭

Website:- sevabharatikvk.org

E-mail:- sevabharatikvk@yahoo.co.in

উন্নত পদ্ধতিতে মুরগী প্রতিপালন

মুরগী প্রতিপালন

পোল্ট্রী (Poultry)কাকে বলে ?

পাখী জাতীয় বা মুরগী জাতীয় সমস্ত জীব যার একজোড়া ডানা আছে এবং ২টি পা আছে, তাদের পোল্ট্রী বলা হয়। যেমন- হাঁস-মুরগী, টার্কি কোয়েল ইত্যাদি।

যদিও পোল্ট্রী বলতে আমরা মূলত মুরগীকেই বুঝি।

মাংসের জন্য — ব্রয়লার

ডিমের জন্য — লেয়ার

এছাড়া ডিম ফুটিয়ে বাচ্চা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারী ব্যবসা ও আজ জনপ্রিয়।

পালনের উদ্দেশ্য ঃ-

(১) অল্প সময়ে উৎপাদন করে অধিক লাভ করা।

(২) নিজের বা পরিবারের পুষ্টি সাধন।

(৩) স্বনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্য বছরভর স্থায়ী আয় পাওয়া যায় ও চাহিদার তুলনায় যোগান কম থাকায় বাজারজাত করা অতি সহজ।

(৪) কম জায়গায় অল্প পুঁজিতে চাষ করা যেতে পারে।

প্রয়োজনীয়তা ঃ-

মুরগী পালন করা হয় প্রধানত ডিম ও মাংসের জন্য। ডিম ও মাংস প্রাণীজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের প্রধান উৎস। এছাড়া মুরগীর পালক (Feather) বিভিন্ন শৌখিন দ্রব্য তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের বিষ্ঠা (Dropping) ও মল-মূত্র উন্নত জৈব সার উৎপন্ন করে যা কৃষিকাজে ও মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

মুরগীর বিষ্ঠায় প্রায় ১.৪ ভাগ নাইট্রোজেন, ১.৬ ভাগ ফসফরাস ও ০.৯ ভাগপটাশিয়াম থাকে।

তাছাড়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকার সমস্যা অনেক বাড়ছে। তাই বেঁচে থাকার তাগিদে বা স্ব-নির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে প্রাণী পালনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মুরগী পালন একান্ত প্রয়োজন।

সমাজের সকল শ্রেণীর শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত যুবক -যুবতী, শিশু-বৃদ্ধ গ্রামীন মহিলারা ও অনায়াসে যুক্ত হতে পারেন।

ব্রয়লার মুরগীর প্রজাতি

১) কব্ (Cabb)-১০০ (২) কব্ (Cabb)-৪০০

৩) কব্ (Cabb)-৫০০ (৪) হাবার্ড (Hubbard)

৫) মার্শাল (Marshal) (৬) ক্বাসিলা (Kasila) ইত্যাদি

৭) ভেনকব (Vencabb) (৮) ক্যারিব্রো-৯১

ভাল মানের পাখীর বাচ্চা চেনার উপায়

(ক) বাচ্চার প্রথম দিনে ওজন হবে ৩৫-৪৫ গ্রাম। (খ) শুকনো নাভি হতে হবে। (গ) বাচ্চা খোঁড়া বা ল্যাংড়া হওয়া চলবে না। (ঘ) বাচ্চাকে চনমনে হতে হবে।

ব্রুডিং (Brooding) তাপমাত্রাঃ-প্রথম দিন থেকে ৭ (সাত) দিন পর্যন্ত তাপমাত্রার (Brooding) উপর বিশেষ নজর দিতে হবে। গ্রীষ্মকালে ৫দিন, শীতকলে ১০ দিন পর্যন্ত।

প্রথম সপ্তাহে ৯৫°F, দ্বিতীয় সপ্তাহে ৯০°F, তৃতীয় সপ্তাহে ৮৫°F, তারপর স্বাভাবিক তাপমাত্রা।

জায়গায় পরিমাণঃ-;

গড়ে ১.৩৫ বর্গফুট/পরিণত পাখি পিছু।

১ম দিন থেকে -২য় সপ্তাহঃ ০.৫ বর্গফুট /পাখি।

৩য় সপ্তাহ থেকে - ৬ষ্ঠ সপ্তাহঃ ১ — ১৫ বর্গফুট /পাখি।

মুরগীর ডিমের পুষ্টিমূল্য

(১০০ গ্রাম হিসাবে) জল ৭৪ গ্রাম, প্রোটিন ১২.৫ গ্রাম, ফ্যাট-১১.৫ গ্রাম, শর্করা-১০ গ্রাম, শক্তি ১৬৩ কিলোক্যালরি, খনিজ পদার্থ ১.০ গ্রাম, ক্যালসিয়াম-৩০ মিগ্রা, ফসফরাস ১২০ মিগ্রা, লৌহ-১.৬ মিগ্রা।

প্রথম দিন থেকে ৪ দিন পর্যন্ত ৪টি পাখি থাকবে প্রতি বর্গফুটে। তাহলে ১০০ টি পাখি জন্য জায়গার দরকার - ১০০X১/৪ বা ২৫ বর্গফুট। আবার ৪ দিন পর থেকে ১ দিন পর পর (দুদিনের মাথায়) জায়গা বাড়াতে হবে।

ঐ জায়গাটা বাড়ার পরিমাণ হবে -০.১ বর্গফুট প্রতি পাখি। ১০০ টি পাখির জন্য বাড়াতে হবে -০.১X১০০ = ১০ বর্গফুট।

এইভাবে জায়গা বাড়ালে দেখা যাবে ১৫-২০ দিনে জায়গাটা কভার হয়ে যাবে।

মুরগীর মাংসের পুষ্টিমূল্য

(১০০ গ্রাম হিসাবে)

জল- ৭২.২ গ্রাম, ফ্যাট ০.৬ গ্রাম খনিজ পদার্থ - ১.৩ গ্রাম

শক্তি- ১০৯ কিলো ক্যালোরি। প্রোটিন- ২৫.৯ গ্রাম।

ঘরটা কি রকম হওয়া উচিত

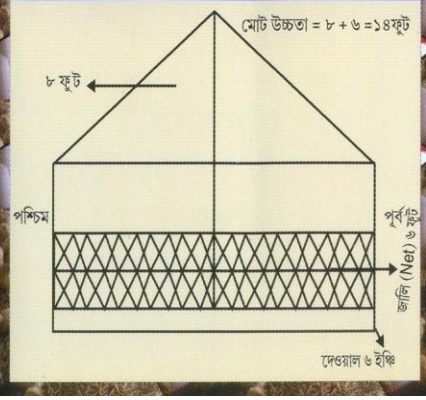

মুরগীর ঘর সাধারণত ঃ ৩০ ফুট লম্বা, ১০-১৫ ফুট চওড়া হবে। ঘরের মেঝে অবশ্যই রাফ ঢালাই হওয়া প্রয়োজন।

কাটা খড়ের টুকরো, মেঝেতে ধানের তুষ বা কাঠগুঁড়ো দিতে হবে ২ ইঞ্চি উঁচু করে। তার উপরে পেপার দিতে হবে এবং সেটার উপরে খাবার থাকবে প্রথম ২ দিন।

জল ও খাবারের জায়গা বা পাত্র রাখার নিয়ম

খাবার জল খাবার জল

খাবার জল খাবার জল

এই জায়গাগুলো সম দূরত্বে থাকবে।

- বাচ্চা অবস্থায় ৪টি খাবারের জায়গা প্রতি ১০০ পাখি।
- বাচ্চা অবস্থায় ৪টি জলপাত্র /১০০ পাখি।

এই ব্যবস্থা চলবে টানা ১০দিন।

তাপমাত্রা (Temperature)

তাপমাত্রার জন্য ২ ওয়াট প্রতি বাচ্চা, ১০০ পাখির জন্য ২০০ ওয়াট প্রয়োজন । মেঝে থেকে ১ ইঞ্চি উপরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে হ্যারিকেন দিয়েও চলবে।-

ব্রয়লারের খাবার

i. (Pre Starter) ১ম দিন- ১৪দিন পর্যন্ত মোট - ৪০০ গ্রাম / পাখি- মুরগী ছানার খাবার।

ii. (Starter)১৫দিন-২৮ দিন-১কেজি/পাখি-বাড়ন্ত মুরগীর খাবার।

iii. (Finisher)২৯ দিন - ৪২ দিন-১.৬ কেজি/ পাখি পরিণত ব্রয়লার মুরগীর খাবার।

শেষ দিন বা ৪২ দিনে একটি পাখি সর্বাধিক ৪ কেজি খাবার খেতে পারে।

প্রত্যেক দিন ১০০ কেজি খাবার লাগলে সেটাকে নিম্নলিখিত প্রকারে দেওয়া যেতে পারে।

যেমন ঃ- ১৩ দিনের মাথায় ৭৫ কেজি (Pre Starter)
২৫ কেজি (Starter)

তারপর দিন ৫০ কেজি (Pre Starter)
৫০ কেজি (Starter)
মোট- ১০০ কেজি

তারপর দিন ২৫ কেজি (Pre Starter)
৭৫ কেজি (Starter)
মোট- ১০০ কেজি

এই পদ্ধতিতে খাবার দিতে হবে।

মুরগীর আকৃতি ছোট বড় হওয়ার জন্য ৭দিন অন্তর অন্তর ওজন করতে হবে। ফলে ছোট ও বড় পাখিকে আলাদা আলাদা করে রাখতে হবে।

মুরগীর কয়েকটি সংক্রামক রোগ

১। রানীক্ষেত ২। গামবোরো

৩। বসন্ত ৪। সংক্রামক ব্রঙ্কাইটিস

৫। বার্ড ফ্লু / সংক্রামক ইনফ্লুয়েঞ্জা

৬। কক্সিডিওসিস্ ৭। সংক্রামক কোরাইজা।

মুরগীর সাধারণ পরিচর্যা

- ১দিন বয়সে-১ গ্রাম ইলেকট্রল পাউডার প্রতি লিটার জলে গুলে।
- ২য়-৪র্থ দিন- অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে ভিটামিন খাওয়াতে হবে।
- মুরগীর বয়স ১৩ দিন হলে খাবার পরিবর্তনের সাথে সাথে লিভার টনিক (১০-২০মিলি/১০০ পাখি) খাওয়াতে হবে।

টীকা ঃ- (Vaccine) রোগ যাতে না হয় তার জন্য আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে টীকা বা Vaccine সময় মত দেওয়া দরকার।

যেমন ঃ- ৭ দিনে - (এফ ওয়ান F-1) টীকা, চোঁখে / নাকে ১ ফোঁটা।

১২ দিনে- গামবোরো (IBD Plus) টীকা, চোঁখে /নাকে ১ ফোঁটা।

২১ দিনে- (লাসোটা) টীকা, জল , দুধ, বরফ মিশিয়ে দিতে হবে এক্ষেত্রে দুধের ডোজ ৬ গ্রাম / লি.জলে।

এই সব দেওয়ার আগে ২ ঘন্টার মতো জলের পাত্র গুলোকে শুকনো ভাবে রাখতে হবে- তাহলে পাখিগুলো প্রচুর জল খাবে।

দেশী মুরগী ঃ ডিম ও মাংসের জন্য

ডিম পাড়া মুরগী (Layer) ঃ- এই মুরগী আমাদের গ্রাম বাংলার পক্ষে খুবই ভাল। কারণ এখানের পরিবেশের সঙ্গে মিশতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। এরা সচরাচর আমাদের বাড়ীতে যে সব মুরগী আছে এদের মতোই তেমন কিছু ফারাক নেই। এদেরকে ছেড়ে বা মুক্ত ভাবে পানল করা যায়। এই লেয়ার মুরগী অনেক বেশী ডিম পাড়ে। এই জাতীয় দেশী মুরগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও অনেক বেশী।

যেমন ঃ- আর.আই.আর (RIR) , অ্যাসিল, ব্ল্যাক অষ্টালর্প ইত্যাদি। এই সব উন্নত দেশী মুরগীকে বাচ্চা অবস্থায় Brooding করার প্রয়োজন আছে, নাহলে মরে যাবার সম্ভাবনা বেশী।

পরিণত মুরগীর ওজন যখন ১ কেজি ২০০ গ্রাম থেকে ১ কেজি ৪০০ গ্রাম পর্যন্ত হয়, তখন থেকে এরা ডিম পাড়তে শুরু করে।

বাসস্থান (Housing) ঃ- পূর্ব-পশ্চিমে ঘরটা হওয়া দরকার তাহলে পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো-বাতাস পাবে এবং ঘরটা উঁচুতে হবে। সামান্য দেওয়াল তুলে অর্থাৎ ৬ইঞ্চি পর্যন্ত এবং সেটার উপর থেকে জালি বা নেট দিয়ে ঘেরা দিতে হবে। ঘরের মোট উচ্চতা হবে ১৪ ফুট। চওড়া থাকবে ২৫ ফুট থেকে ৩০ ফুট। ঘরের মেঝেটা রাফ ঢালাই দিলে ভাল হয় ও পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়।

টীকাকরণ (Vaccination)

৫ দিন বয়সে - F-1 (চোঁখে / নাকে)

২১ দিন বয়সে -Lasota (লাসোটা) (চোঁখে / নাকে)

৪৫ দিন বয়সে - Lasota (লাসোটা) (চোঁখে /নাকে) ১ ফোঁটা করে।

বড় মুরগীর ক্ষেত্রে রোগ যাতে না আসতে পারে তার জন্য Lasota Vaccine অবশ্যই দেওযা প্রয়োজন। যতগুলো মুরগীকে Vaccine করা হল সবাইকে কৃমির ঔষধ পাইপারজিন (Piperazine) - ৬০ মিলি/১০) - ৬০ মিলি/১০

মুরগীর যখন ৭০-৮০ দিন বয়স হবে তখন R_2B-০.৫ মিলি মাংসপেশীতে বা ডানাতে দিতে হবে।

এছাড়া ডিমপাড়া মুরগীকে ৪-৫ মাস বয়স থেকে নিয়মিত ক্যালসিয়াম সিরাপ (১০-২০ মিলি/১০০ পাখী) খাওয়ানো প্রয়োজন।

এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুরের লাল ও কাঁকুড়ে মাটি এলাকায় উন্নত দেশীয় মুরগী হিটকারী, শ্যামা, নিভীক, বনরাজা ইত্যাদি প্রজাতি পালন করলে ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও পরিণত মুরগীর দৈহিক ওজন বাড়ে।